দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 21 2002

তারিখ ... ...
দাঃ ... ...

নপদে। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ভূখণ্ডের নাম পাওয়া যায়, আবার কতকগুলো সম্পর্কে কিছুই না। সেকালে এই ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশের ছিল মাঞ্চলিক সত্তা। মানুষের চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা- া আনুগত্য আবর্তিত হত নিজ নিজ অঞ্চলকে, র রাজাকে কেন্দ্র করে। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের আগে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল কখনও একচ্ছত্র ছিল না। এ দেশে সূফী সাধক ও মুসলমান র আগমনের পর পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন হতে শুরু করে।

বলেছিলেন, 'গোটা
হয়, তা হলেও বাংলাকে
উক নেতৃবৃন্দ যেমন,
াষাভাষীদেরকে এক
রও অদ্ভুত প্রস্তাব। তিনি
ংসদের ২০ ভাগ আসন
এই ২০ ভাগের দুই-
কোন আইন পাস হতে
শরৎ বসু কেউই মেনে
য় দিয়ে গান্ধী বরং তার
সে সময়ও গোটা
ায় ৬৭ ভাগেরও বেশী।
ায় চিরকাল যেন থাকে

য়-ছিটিয়ে থাকা হিন্দুরা
অংশ ছিলেন। তারা

। কেন পাকিস্তান রাষ্ট্র
হিসাবে 'বাংলার' দাবী
গবী, সিন্ধি, বালুচ বা
র উর্দুর বিরুদ্ধে কোন
মাকে রাষ্ট্রভাষা করার
প্রদেশ হলেও যে কারণে
ক রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মেনে
কারণে পাকিস্তানী
উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে

পাবে থাকলেও পূর্ব
একমাত্র রাষ্ট্রভাষা
হি প্রশ্নের জবাব জরুরী।
জস্ব ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতি।
মিল ছিল পশ্চিম বাংলার
ম পাকিস্তানের
। সাংস্কৃতির বাহন ভাষার
ধ্যে স্বতন্ত্র জাতি
ঙ্কাও উদ্ভূত হতে শুরু
হওয়ার পরও
শের মানুষ।
স্বতন্ত্র জাতিসত্তা গড়ে
মাদের কিছুটা পেছনে

ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের এক
ণ। এখানকার প্রায়
ছিল প্রায় অভিন্ন।
র্য-ইরানী ছিলেন না,
নুষ অস্ট্রিক গোষ্ঠীর
শা হত, এখন তাদের
দের সঙ্গে চেহারায় মিল
র আদিবাসীদের বলা
ত্তে এ পর্যন্ত যেসব
, ভেড্ডিড উপাদানই

মরণের অনন্ত দোলার মধ্যে সংগ্রামশীল মানুষ। প্র
ঔদার্য, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সেই সর্ববৃহৎ শক্তি ভুলে
কই? চরের মানুষ নদীর সাথে লড়াই করে, জলের
জীবনের উপাদান আনে। তাই লোকাতীতের মহত্ব
সেখানেও স্পর্শ করে, কিন্তু মনের দিগন্তকে প্রসারিত
পরিসমাপ্তি, প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণের সেখানে
কই?

হুমায়ুন কবির লিখেছেন: প্রকৃতির শক্তির উদ্যত ও
সম্মুখে সংগ্রামশীল মন, নদী প্রবাহের ভাঙাগড়ায় পৃ
বার্বতা বোধ এবং মঙ্গোলীয় রক্তের অহিংস্রতা মিলে
বৌদ্ধ মানসের উপযোগী করে রেখেছিল। বাংলায়
শক্তি এমনিতেই ক্ষীণ, পূর্ববঙ্গে সে প্রভাব ক্ষীণকর
পশ্চিমবঙ্গে স্থিরতা অনেক বেশী, রাজশক্তির প্রভাবও
ছিল অধিকতর কার্যকর। তাই বৌদ্ধযুগের অবসানে
অভ্যুত্থানে বৌদ্ধ মানসকে ধ্বংস করার চেষ্টা প্রবল
প্রাক্তন মজ্জাগত জাতি বিচারের পূর্বস্মৃতির মধ্যে পশ্চি
তা অনেক পরিমাণে সম্ভব হয়েছিল। বল্লালী ও কৌলি
উদ্ভব সেখানে, সবচেয়ে বেশী সাফল্যও বোধহয় সে
কিন্তু ভঙ্গুর, বিপ্লবী, পরিবর্তনশীল পূর্ববঙ্গে জাতি বি
প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সে পরিমাণে সার্থক হয়নি। পূর্ববঙ্গে
মনোবৃত্তির অহিংস্রতা ও সাম্য প্রচ্ছন্ন হয়ে বেঁচে ছিল।
বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আত্মপ্রকাশ করে পূর্ববঙ্গের ধ
বদলে দেয়। সেই সঙ্গে জেগে ওঠে নতুন আত্মপ্রত্যয়
ব্যক্তিত্ব বোধ ও স্বাধিকার জ্ঞান।

পূর্ববাংলার নদী ভাঙাগড়ার মধ্যে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য
বিকাশ ছিল স্বাভাবিক। তাই তারা বারেবারে নতুন ন
বিদ্রোহের সূচনা করেছে।

এছাড়া নদীর অবিরাম ভাঙাগড়া, বসতি গড়িয়ে নতুন
গড়ে তোলা আর শত্রু ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই কর
থাকার জন্য এখানকার মানুষ হয়েছে যূথবদ্ধ, গড়ে ত
নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতি।

তার প্রভাব পড়েছে কাব্য-সাহিত্যেও। পশ্চিমবাংলার
পৃথক মানস সংগঠনের কারণে সেখানে মানুষের প্রেম
অবিনশ্বর আসনে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে
বৈষ্ণব কাব্য। এটা ঘটেছিল সন্ন্যাসমুখিতা ও কৌলিন্য
সঙ্গে মুসলিম সাম্যবাদের সংঘর্ষে।

কিন্তু মুসলিম প্রভাব যখন পূর্ববঙ্গে পৌছল তখন বিপ্ল
ঠেকিয়ে রাখা গেল না। পূর্ব বাংলার মানুষের ব্যক্তিত্ব
বিদ্রোহ ধর্মী মন সহজেই ইসলামের সংসারমুখী ও
সন্ন্যাসবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি নীতি গ্রহণ করে নিল। তার
দিকে পূর্ব বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে গেল দ্রুত,
যারা ইসলাম গ্রহণ করল না, এদেরও চিত্তবৃত্তিতে ই
বিপ্লবী আহবান নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করল। ফলে পূ
বাংলার বৈষ্ণব কবিতা প্রাধান্য বিস্তার করলেও পূর্ব
লেখা হল বিদ্রোহ 'কাব্য গাথা মনসামঙ্গল। পূর্ব বাং
নদীবহুল নিসর্গ, বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলোর
অথবা বেহুলার অভিযান– এসব প্রসঙ্গে অধিক ভৌতি
শুধু কষ্ট কল্পনা কিন্তু নদীমাতৃক বাণিজ্যনির্ভর সমৃদ্ধ ন
হিংসা ও প্রেম, ও এহেন সাহস এবং বিপুল অধ্যবসায়ে
হিসাবে মনসামঙ্গলের মূল্য অপরিমেয়।
উপরে আলোচিত ভিত্তিভূমি ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই হাজ

দিগন্ত প্রসারিত –
প্রান্তরে
সেখানে
কিন্তু
রয়েছে
জীবনে
লীলা।
মেঘনা
স্রোতধা
জগতে
পুরাতন
প্রকৃতি
নিয়তি
রয়েছে
আঘাত
ঠিকানা
কূলে ব
উঠে, ৫
পৃথিবী
আর ৫

ক অর্থ 'জন', 'জনসমাগম',
বেশ, সমাজ মিলন, সামঞ্জস্য
। এর থেকে উদ্ভূত 'মেলা' শব্দটিও
বহুবচনাত্মক শব্দ। মেলামেশা,
মেলা, মেলা-টাকা, মেলা খরচ
শব্দগুলো এ বহুবচনাত্মক ধারারই
ত্ব করে। আবার অভিধানে মেলা
লা হয়েছে– 'বিশেষ কোন
হাট-বাজার অপেক্ষা প্রচুরতর
-বিক্রয় তৎসহ আমোদ-প্রমোদের
ব্যবস্থা, অস্থায়ী প্রদর্শনী ও
লক্ষে পণ্য দ্রব্যাদি বিক্রয় ইত্যাদি।
গমের সাথে সাথেই
জনের ব্যাপারটিও চলে আসে।
রা বিক্রেতা তারা বাণিজ্য করার
ম সুযোগটিকেই কাজে লাগায়।
বিক্রয়যোগ্য জিনিস হাজির
াণিজ্য করার কারণে মেলাকে
বলা হয়ে থাকে। আবার মেলা
র যারা মূল ঘটক ক্রেতা-বিক্রেতা
কেও বেনে বা 'বান্যা' বলা হয়ে
কোনটায় লাভ, কোনটায়
ন তা তারা খুব বুঝে। যাক,
ই জনসমাগমের আয়তন ও স্থিতির
ত্তি করেই মেলার আয়তন এবং
নির্ধারিত হয়।

ঐতিহ্য: প্রাচীনকাল থেকেই
র্মভিত্তিক সমাজ কাঠামোতে
ত হবার কারণে ধর্মীয় বিভিন্ন
কে কেন্দ্র করেই মেলার উৎপত্তি।
অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের
শেও মেলার ঐতিহ্য ধর্মীয়
দিকে কেন্দ্র করেই।

উৎসব অনুষ্ঠান ও মেলা:
দেশে দেশে ইসলামের প্রচার
সাথে সাথে তার উন্নততর
প্রভাব এবং আধিপত্য যেমন
ছে তেমনি নিষ্কলুষ স্থানীয়
কও ইসলামী সংস্কৃতি অঙ্গীভূত
য়েছে। তবে ইসলামী সংস্কৃতি
ংস্কৃতিতে ধারণের বেলায়
সতর্ক পদক্ষেপে।

লামী যুগে মেলা:
র উৎসভূমি আরবদেশের মক্কা
বিশেষ করে কাবা ঘরকে ঘিরে
লা চলে আসছে হাজার হাজার
। সম্ভবত এটিই পৃথিবীর প্রথম
মানবের আর্থ-সামাজিক
মোতে কাবাঘরের এ মেলা এক
ভাব ফেলে। 'ওকাজ মেলা'
ত এ মেলায় আগত লোকদের
আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ)-এর
নাবাসীসহ আরবের বিভিন্ন
লোকদের পরিচিতি গড়ে ওঠে।
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শপথে
গত লোকদের মধ্য থেকে
র্ম গ্রহণের ক্রম অগ্রগতির
দীনায় দ্রুত ইসলামের বিস্তার
ভাবে প্রাক ইসলামী যুগ থেকেই
াবাঘর কেন্দ্রিক মেলা কবি-
ক, ধর্মবেত্তা, ব্যবসায়ী সকলের
ন মেলার কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে।
ব্যবসার স্থান: পবিত্র কুরআন
আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন–
ল্লাহুল বাইয়া ওয়া হাররামার
অর্থাৎ 'আমি ব্যবসাকে করেছি
ার সুদকে করেছি হারাম।'
ইসলামে ব্যবসা বা বিকিকিনিকে
উৎসাহ দিয়েছে। আর মেলায়
র ব্যাপারটিই হয়ে থাকে। তাই

দ

পবিত্র কাবা ঘরকে ঘিরে ইসলাম-পূর্ব যুগেও যেমন প্রধান মেলা অনুষ্ঠিত হতো আজও বিশ্ব মুসলিমের সম্মিলনস্থল মক্কায় পবিত্র কাবাঘর এবং হজ্বকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আল্লাহপাক স্বয়ং কুরআন শরীফে হজ্বকালীন হাজীদের ব্যবসা করাকেও

মোহাম্মদ

প্রয়ো
তসবি
জিনি
দোকা

বিশ্ব
দেশে

দেশের বৃহত্তম ঈদ জামাত কিশোরগঞ্জের শোয়াল

অনুমোদন করেছেন। কেনা-বেচায় কোন দোষ নেই বলেছেন। আর এ কারণেই পৃথিবীর সকল দেশের ব্যবসায়ীরা হজ্ব মওসুমে কাবার চারপাশে প্রচুর ব্যবসা করে থাকে এবং হাজীগণও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে থাকেন। এভাবে হজ্বকালীন মেলাকে বিশ্বের সবচে বড় মেলা বলা যায়।

বাংলাদেশে মুসলিম পর্বকে ঘিরে মেলা: বাংলাদেশে প্রধানত ঈদ, মহররম, ইসালে সওয়াব, ওয়াজ মাহফিল, ওরস, তাফসির মাহফিল, সীরাতুন্নবী মাহফিল, ইত্যাদি মুসলিম পর্বকে ঘিরে মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মহররম মেলা: বাংলাদেশের ঢাকা শহরের হোসেনী দালান ও আজিমপুরে, কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে, রাজশাহীর কারবালার মেলা, পরিজনপাড়ার মেলা, রংপুরের শুকুরের হাট, ছড়ার হাট, সাটিবাড়ি হাট, জয়পুরহাট, বড় দরগাহ, মহেশকোচা, কুমিল্লা মহররমের মেলা, মানিকগঞ্জ ও ঘিওরের মহররমের মেলা, কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামের মহররমের মেলা প্রধান।

এ স
আন্ত
অন্যা
বাংলা
প্রচার
কোন
থাকে
রাজশ
ওরসে
মেলা,
সুলত
মেলা,
ফরিদ
মেলা,
সাতক্ষ
মানিক
সিকদ
মেলা,
শ্যাম
জিন্দা
জোয়
ইত্যা
ঈদ (
ঈদকে
সাতক্ষ